দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 JUL 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

চট্টগ্রামে জিপিএ-৫ শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংকট

সবার টার্গেট নগরীর সরকারি কলেজ মানসম্পন্ন প্রাইভেট কলেজে আগ্রহী নয়

॥ মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, চট্টগ্রাম অফিস ॥

চট্টগ্রামে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নগরীর ৫টি সরকারি স্কুলে আগামী সেশনে ডবল শিফট চালু ও স্কুলভবনগুলোতে আসন বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

চট্টগ্রামে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষাবর্ষ শুরু হলে পছন্দের স্কুল ও কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে অভিভাবক মহলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়। ভর্তি সংকট নিরসনে সরকার কোন চিন্তা-ভাবনা করছে কি-না জানতে চাইলে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আপরাফ শামীম জানান, সরকারি সিটি কলেজে ১০ তলা ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কলেজে ৫টি সরকারি স্কুলে ডবল শিফট চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্কুলগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নাসিরাবাদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও গাজী মুহাম্মদ মহসিন উচ্চ বিদ্যালয়।

চট্টগ্রাম নগরীতে ৫টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এগুলোতে ৪ হাজার ৬৫টি ভর্তি আসন রয়েছে। এ বছর চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৩১৬ জন। ২৭০ জন ছাড়া সবাই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। ছাত্র ভর্তি নিয়ে কোন সংকট আছে বলে মনে করেন না চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ। তিনি বলেন, 'ভালো মানের কলেজ বলতে সাধারণত সরকারি কলেজগুলোকে বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ চট্টগ্রামে অনেক বেসরকারি ভালো মানের কলেজ রয়েছে। অভিভাবকরা মানসিকতা পরিবর্তন করলে ভর্তি কোন সংকট হবে না। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান অনেক উন্নত হয়েছে।' নগরীতে সরকারি কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে আসন সংখ্যা ১ হাজার ৬৫০টি এবং বেসরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে আসন রয়েছে ৬ হাজার ২শ'।

চট্টগ্রামে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও গাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজকে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'শহরের বাইরে অনেক সরকারি কলেজ রয়েছে। প্রত্যেকটি সরকারি কলেজে কম-বেশি ভালো শিক্ষক রয়েছেন। চট্টগ্রাম কলেজে সব শিক্ষকই ভালো এমন নয়। ভালো শিক্ষার্থীরা একত্রে একত্রিত হওয়ার কারণে ফলাফল ভালো হয়। ধন্যবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারা আমিন বলেন, 'বেসরকারি অনেক কলেজে শিক্ষার মান ভালো। এ ক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতা পরিবর্তন করলে ভর্তির কোন সমস্যা হবে না।

কলেজিয়েট স্কুল থেকে সৌমিক পাল গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার মা চন্দনা পাল জানান, 'ছেলে ভালো ফল করেছে। কিন্তু ভালো কলেজে ভর্তি করাতে পারবো কি-না সে চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। ২০০৬ সালে আমার মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। তাকে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি করতে পারিনি। গোল্ডেন জিপিএ-৫ প্রাপ্ত বনজয় সেনের বাবা সমীরণ সেন বললেন, ছেলের মা চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের ছাত্রী ছিল। তাই ছেলেকে ঐ কলেজে পড়াতে চায়। প্রতিযোগিতায় টিকবে কি-না তাই নিয়ে চিন্তায় আছি।'